আজকের কাগজ ১৫০

তারিখ ... 03 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৭ ....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলে শিবির ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে

গ্লোব বার্তা সংস্থা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক ভিত তৈরির ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী ছাত্র শিবির তার কার্যক্রম গত কয়েক মাসে আরো জোরদার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় মেস, সাবলেট, কোচিং সেন্টার, এনজিও, শিশু সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ছদ্মবেশে রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। খবর ক্যাম্পাস ও শিবির সূত্রের।

কাঁটাবন মসজিদ জামাত-শিবিরের সুপরিচিত ঘাঁটি হলেও তাদের প্রধান ঘাঁটি এখন পিজি হাসপাতালের পেছনে ময়মনসিংহ রোড ও হাবিবুল্লা বাহার রোডে অবস্থিত। কাঁটাবন মসজিদে মসজিদ মিশন, ইসলাম প্রচার সমিতি, ডাকযোগে কুরআন শিক্ষা, মাসিক পৃথিবী পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে আগের মতোই শিবির তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মসজিদের পেছন দিকে ও ডান দিকে শিবিরের দু'টি সুরক্ষিত মেসও রয়েছে। হাবিবুল্লা বাহার রোডে মুসলিম এইড নামে শিবির পরিচালিত একটি এনজিও সম্প্রতি কাজ শুরু করেছে। এর একটু সামনে এগিয়ে ডান দিকে শিবিরের একটি চারতলা ও একটি একতলা মেস রয়েছে। এ দু'টি মেসে প্রায় চল্লিশ জন শিবির কর্মির বসবাস। পূর্বে এখানেই শিবিরের তিনটি কোচিং সেন্টার ছিলো। এখন এই কোচিং সেন্টার তিনটি সরিয়ে ময়মনসিংহ রোডের শেষ মাথায় একটি চারতলা বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে। একই বিল্ডিংয়ে মেসও গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রায় ৩০ জন শিবির কর্মি রয়েছে। হাতিরপুলে সোনারগাঁ রোডে শিবির পরিচালিত শিশু সংগঠন ফুলকুঁড়ি ফার্মগেটে স্থানান্তর করা হলেও মেসটি ঠিকই রয়ে গেছে। এর কাছাকাছি সুন্দরবন হোটেলের পেছনের নিম্নভূমির কাঁচা বাড়িগুলোতে শিবির একাধিক মেস গড়ে তুলেছে। এ এলাকার শিবির কর্মিরা সোনারগাঁ রোডের বায়তুল মোবারক মসজিদে মিলিত হয়।

এলিফ্যান্ট রোডের ভোজ্য তেলের গলিতে একটি একতলা সুরক্ষিত বাড়িতে এবং পাশের গলিতে একটি চারতলা বিল্ডিং-এর তিন তলায় শিবির দু'টি মেস গড়ে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধিকাংশ নেতা এ দু'টি মেসে থাকে। এছাড়া এলিফ্যান্ট রোডে শিবির পরিচালিত বিকন টিউটোরিয়াল স্থানীয় লোকের চাপের মুখে ফার্মগেটে সরিয়ে নিলেও একই এলাকায় নোবেল কোচিং হোম নামে শিবির আরেকটি কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছে। কাঁটাবন মার্কেটের পূর্বদিকে আমতলায় শিবিরের আরও একটি মেস রয়েছে যেখানে ২০/২৫ জন শিবির কর্মি থাকে। এলিফ্যান্ট রোড ও কাঁটাবন এলাকার শিবির কর্মিরা গ্রেন মসজিদ, বায়তুল মামুর মসজিদ ও বাজমে কাদেরিয়ায় তাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম চালায়।

বিশ্বস্ত সূত্রমতে, জহরুল হক হলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্টাফ কোয়ার্টারগুলো এখন শিবির ও জামাত কর্মিদের বড়ো আস্তানা। এখানে বসবাসকারী রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর একজন কর্মকর্তা শিবির কর্মিদের এ সমস্ত কোয়ার্টারে সাবলেটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদে নিয়মিত শিবির কর্মিরা বৈঠক করছে। আজিমপুর এলাকায় সরকারি কোয়ার্টারগুলোতেও শিবির কর্মিরা সাবলেটের কৌশল গ্রহণ করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, রোকেয়া হলের পেছনে কাঁচা ঘরগুলোতে শিবির কর্মিরা বসবাস করছে। এই এলাকায় বসবাসকারী একজন হল প্রভোস্ট শিবির কর্মিদের সহায়তা করছেন বলে জানা গেছে। এফএইচ হল সংলগ্ন চাঁনখারপুল এলাকায়ও শিবির কাঁচা বাড়িতে মেস গড়ে তুলেছে। চারুকলা ইনস্টিটিউটের উল্টো দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্যে একটি বাড়িতে শিবির কর্মিদের একটি মেস রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

শিবির কৌশল হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্য হচ্ছে। এছাড়া ছদ্মবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। [এরপর ২—এর পাতায়]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলে শিবির

শেষের পাতার পর

বিশ্বস্ত সূত্র মতে, তাবলিগের ছদ্মবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর শিবির কর্মি রয়েছে।

শিবিরের একটি সূত্র জানায়, মফস্বল এলাকা থেকে কোনো শিবির কর্মি ঢাকায় এলে তারা সঙ্গে করে 'ছাড়পত্র' নিয়ে আসে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সংগঠনের কাছে ছাড়পত্র জমা দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের কোনো মেসে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাংগঠনিক কাজকর্মের কৌশল হিসেবে শিবির 'শববেদারী' নামক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শববেদারীতে মধ্যরাত থেকে শুরু করে ফজরের নামাজ পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগীর আড়ালে শিবির কর্মিরা মসজিদে বসে তাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম ও পরিকল্পনা ঠিক করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের মসজিদে শিবির এই কৌশলে কাজ করছে বলে সূত্রগুলো জানায়।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে শিবির মনোনীত প্যানেল ৯৫০টির মতো ভোট পায় এবং তৃতীয় শক্তিধর ছাত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শিবিরের একটি সূত্র দাবি করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ২ হাজার শিবির কর্মি রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে শিবির একটি বড়ো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।